# হাজার বছরের অব্যক্ত শয়তানের গল্প

A brief history of SATAN

কাজী ম্যাক

বইপিয়ন প্রকাশনী

গ্রন্থস্বত্ব © প্রকাশক

প্রকাশকাল
সপ্তম মুদ্রণ: ৫ জুন ২০২৩
ষষ্ঠ মুদ্রণ: ১৫ অক্টোবর ২০২২
চতুর্থ মুদ্রণ: ০৭ অক্টোবর ২০২০
তৃতীয় মুদ্রণ: বইমেলা ২০২০
দ্বিতীয় মুদ্রণ: ২২ এপ্রিল ২০১৯
প্রথম মুদ্রণ: ১৪ এপ্রিল ২০১৯

প্রকাশক
**বইপিয়ন প্রকাশনী**
৩৮ বাংলাবাজার, এন আলী রোড
(দ্বিতীয় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন: ০১৩২৭৪০২২২১, ০১৫৬৭ ৮০৮৫৯৬

প্রচ্ছদ
আদনান আহমেদ রিজন
মাহমুদুল হাসান ইরফান

বর্ণবিন্যাস
মাহমুদুল হাসান ইরফান

মুদ্রণ
বইপিয়ন

**মূল্য : ৪০০ টাকা মাত্র**

Hazar Bochorer Obykto Shoytaner Golpo-A Brief History of SATAN by Quazi Mac Published by Boipeon.
Published : 15th November 2022, Price : 400.00 US $10

ঘরে বসে যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন:
www.Boipiyon.com www.boibazar.com
www.Rokomari.com www.daraz.com.bd
www.wafilife.com www.baatighar.com

একমাত্র পরিবেশক
দুর্বার
৩৮ বাংলাবাজার, এন আলী রোড (দ্বিতীয় তলা), ঢাকা-১১০০
জ্ঞানজ্যোতি প্রকাশনী

## টু ক রো  ক থা

দয়া করে ভাষার অলংকার খুজবেন নাহ। একদম, লোকাল ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে বিষয় গুলোকে সহজে উপস্থাপন করার জন্য। আপনি-তুমি-তুই, এর ব্যবহার পাঠককে কিছুটা বিরক্তির মধ্যে ফেলতে পারে। বইয়ে উল্লেখিত সকল তথ্যের হিস্ট্রিকাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে। আশা করি, অনেক অজানা তথ্য জানতে পারবেন। বইয়ের মধ্যে কিছু তথ্য অসম্পুর্ণ লাগতে পারে। যেটা ইচ্ছা করেই করা হয়েছে সিক্যুয়ালের জন্য। পরবর্তী পার্টে বাংলাদেশের স্যাটানিক গ্রুপ এবং এদের সাথে যুক্ত ব্যক্তি বর্গদের রিভিল করা হবে।

বিঃ দ্রঃ বইটিতে খুব-ই স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সূক্ষভাবে শয়তানকে ফিলোসফিক্যাল ওয়ে-তে ডিফেন্ড করা হয়েছে। শয়তানকে বস্তুবাদ-ভাববাদ দুই দিক থেকেই আপনার সামনে তুলে ধরা হয়েছে। তাই আশা করবো বইটি খুব-ই মনোযোগ দিয়ে পড়বেন। নতুবা ভূল ধারনা জন্মাতে পারে।

জাজাকাল্লাহ
**কাজি ম্যাক**

## প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য। অসংখ্য দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূল (স.), তাঁর পরিবার ও সাহবায়ে কেরামের উপর।

আলহামদুলিল্লাহ। 'হাজার বছরের অব্যক্ত শয়তানের গল্প' গ্রন্থটি প্রকাশের আট দিনের মাথায় প্রথম এডিশন শেষ হয়ে যায়, এরকম ভাবে ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ এডিশনও শেষ হয়ে যায় আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু পাঠক মহল থেকে সপ্তম প্রকাশনার জন্য বারবার তাগাদা আসতে থাকে।

আমরা বইটি নতুন করে ছাপানোর পূর্বে এর সংস্করণের কাজ শুরু করি এবং এই বর্ধিত সংস্করকণে বইটিতে ক্ষেত্র বিশেষ সংযোজন-বিয়োজন করেছি এবং তা নির্ভুল করারও যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তারপরও কোন প্রকার ভুল দৃষ্টিগোচর হলে আমাদেরকে জানানোর অনুরোধ রইল।

ইনশাল্লাহ আমরা পরবর্তি সংস্করকণে তা সংশোধনের সর্বাত্মক চেষ্টা করব।

আবদুল আউয়াল (আসিফ)
প্রকাশক

# 53413



# অধ্যায়-১

চারদিকে অন্ধকার, ক্রমশই অন্ধকার আরো ঘন এবং গভীর হয়ে উঠছে। শরীরের শিরা-উপশিরা গুলো মহাকাল যেনো গ্রাস করে নিচ্ছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে। গলা ফাটিয়া চিৎকার দিতে ইচ্ছা হচ্ছে, কিন্ত কেউ একজন স্বজোরে গলা চেপে ধরেছে।

অন্ধকার ভেদ করে বহু পরিচিত একটি কণ্ঠভেসে আসছে। বার বার কে যেন আওড়ে যাচ্ছে, "নির্ঝর, অনেকটা কাছে চলে এসেছ তুমি। আর, মাত্র দুটি ধাপ। আমি হাত বাড়িয়ে আছি, তুমি এসে পরো আমার কাছে"।

হঠাৎচোখ খুলে গেলো আমার।

"ফোন বাজছে"

"কিন্তু, এতো সকালে?"

"হ্যালো! কে?"

ফোনের ওপাশ থেকে, "স্যার, আমি বিল্লু"

"কিরে! এতো সকালে ফোন দিয়েছিস কেন?"

"স্যার, কথা কম কইয়া তাড়াতাড়িরেডি হইয়া বাইর হইয়া পরেন।"

"আরে বাবা বুঝলাম, কিন্ত যাবোটা কোথায়?"

"স্যার, সোজা মহাখালী গিয়া এনা বাসের টিকেট কাইট্টা ময়মনসিংহ রওনা দেন" বিল্লু খুব জোর দিয়ে কথা গুলো বলছে।

"আচ্ছা, ঠিক আছে। তবে, তুই কোথায়? আর, ময়মনসিংহ গিয়ে কি করবো?"

বিল্লু, "স্যার, এসব বালের প্যাঁচাল বন্ধ করেন। আগে আসেন, তারপর সব বলছি। আর আমার নাম্বারে ৩,০০০ টাকা বিকাশ করেন, পকেট একদম ফাঁকা।"

ঠিক আছে, আমি বের হইতেছি। আর, প্লিজ তোর মুখের ভাষাটা একটু ঠিক কর।

"After all, I am your Boss!"

ওকে, "ভাইবা দেখমুনে, আপনে তাড়াতাড়ি বাইর হন।"

# অধ্যায়-২

ঘড়িটার দিকে চোখ দিলাম। সাড়ে ৭টা বেজে গেছে। এখনই বিছানা থেকে উঠতে হবে।

ওয়াশ রুমে যাওয়ার সময় মনে পড়লো, একটা ফোন করতে হবে।

"হ্যালো! মাসুদ।"

"জ্বী, স্যার বলেন, ট্যাক্সি নিয়ে কি আপনার বাসার সামনে আসবো?"-কোনো কিছু বলার আগেই মাসুদ বলে দিল।

আচ্ছা, তবে খুব দ্রুত চলে আসো, হাতে সময় খুব কম।

ফোন রেখে ওয়াশ রুমের দরজা খুলতেই আয়নায় নিজের চেহারা দেখে কিছুটা চিন্তায় পরে গেলাম। কিছু প্রশ্ন মনকে খোঁচা মারতে শুরু করে।

"আমি কে?

আমি কি পাগল?

কিসের পিছনে ছুটছি?

যার পিছনে দৌড়াচ্ছি আদৌ কি তার অস্তিত্ব আছে?"

এসব ভাবতে ভাবতে আবার ফোন বেজে উঠল। ফোনের স্ক্রিনে "বিল্লুর" নাম ভেসে উঠেছে।

ফোনটা কেটে দিলাম, জানি এখন ফোন ধরলে যদি জানতে পারে এখনো বের হইনি, তাহলেই আবার মুখ খারাপ করা শুরু করে দিবে।

ওয়াশ রুম থেকে বেরিয়ে চট করে শার্ট-প্যান্ট পরে নিলাম। ব্যাগে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে নিলাম। ব্যাগের চেইন লাগাতেই, বাড়ির নিচে মাসুদের ট্যাক্সির হর্ন।

মাসুদ, "স্যার, আইয়া পরছি, তাড়াতাড়ি নামেন।"

রুমটা লক করে নিচে নেমে আসলাম।

মাসুদ, "স্যার, কোথায় যেতে হবে?"

ট্যাক্সিতে উঠে মাসুদ-কে বললাম সোজা মহাখালী, যত দ্রুত পসিবল।

মাসুদ "আচ্ছা স্যার"।

ট্যাক্সি স্টার্ট দিল মাসুদ।

"মাসুদ"-যে আমার ১মাসের পার্সনাল ট্যাক্সি ড্রাইভার।



বছরের ১২ মাসের মধ্যে ডিসেম্বর মাসটা আমি ছুটি কাটাই। আসলে ছুটি কাটানো বললে ভুল হবে। মেইনস্ট্রিম কাজ থেকে বিরত থাকি।

হঠাৎ, মাসুদ বলে উঠল, "স্যার, এতো জায়গা রেখে এই চিপায় বাসা নিলেন কেন?"

তুমি-ত জানো আমি ক্রাইম রিপোর্টার। শত্রুর অভাব নেই। প্রতি মাসেই বাসা চেঞ্জ করতে হয়। তা এবার ঘুরতে ঘুরতে পুরান ঢাকার "পাকিস্তান মাঠ"-এর পাশেই বাসা নিয়ে নিলাম। দেখা যাক, কত দিন থাকা যায়।

মাসুদ, একটু হেসে জবাব দিল, "স্যার, এলাকার নামটা কিন্তু চরম"।

"হুম, সেটাই"।

"স্যার, এতো সকালে মহাখালী কি করতে! কোনো ইম্পর্টেন্ট কাজ?"

"আছে, একটু ঢাকার বাহিরেযেতে হবে।" আমি মনে মনে বললাম।

আমার জীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যে কাজের তাড়নায় আমার মগজ উত্তপ্ত কিংবা উন্মাদ হয়ে আছে বহুকাল ধরে।

"স্যার, চলে এসেছি"।

আচ্ছা, শুনো মাসুদ, দেখো তোমার মোবাইলে একটা নাম্বার টেক্সট করেছি। ঐ নাম্বারে ৩ হাজার টাকা বিকাশ করে দিও খুব দ্রুত। আর, ফোন সবসময় খোলা রাখবা। আমি ঢাকা এসেই ফোন দিব।

# অধ্যায়-৩

কাউন্টার থেকে টিকেট কাটলাম ১৩ নাম্বার গাড়ি। গাড়ির সিরিয়াল আসতে এখনো ৫মিনিট।

বাস স্টান্ড থেকে পানির বোতল আর কিছু খাবার কিনে নিলাম। দাঁড়িয়ে আছি আর আশে-পাশের ছুটে চলা মানুষদের দেখছি। কি অসম্ভব ব্যস্ত তারা, অবশ্য আমারও এক-ই অবস্থা। মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি কি বেঁচে আছি?

নাকি মৃত্যুর পরের জীবনে আছি!

এসব ঘোড়ার আন্ডা ভাবতে ভাবতে বাস চলে এলো। উঠে বসলাম।

সিটটা বেশ ভালই পরেছে।

সিটে বসতেই "বিল্লুর" ফোন।

"স্যার, গাড়িতে উঠেছেন?"

"হুম, মাত্র উঠলাম, তুই টাকা পেয়েছিস?"

"বিল্লু, জ্বী স্যার।

স্যার, আমি মাসকান্দা বাসস্ট্যান্ড এর পাশেই একটা হোটেলে আছি। আপনি এসে একটা ফোন দিয়েন।"

"আচ্ছা, ঠিক আছে" বলে ফোন কেটে দিলাম আমি।

কিছুক্ষণ পরেই বাস ছেড়ে দিলো। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। সারাটা জীবন মনে হয় এভাবেই ছুটতে হবে। বিল্লু না থাকলে কাজটা আরও কঠিন হয়ে যেত।

সেই ২০১৩ সালের কথা, যখন শাহবাগ উত্তাল রাজাকারের ফাঁসির দাবিতে। এই আন্দোলনের সূত্র ধরে বিল্লুর সাথে আমার পরিচয়। বিল্লু ছিল প্রথম সারির নেতা। পরেআন্দোলনের মোর ভিন্ন খাতে টার্ন করছে টের পেয়ে সব কিছু ত্যাগ করে।

প্রচণ্ড ট্যালেন্টেড বস্তুবাদী ছেলে। ঝামেলা একটাই, অতিমাত্রায় মুখ খারাপ।

তাছাড়া অনলাইনে লেখালেখির কারণে মোল্লাদের তোপের মুখে পরে যায়। এদিকে নৈতিক কারণে আন্দোলন থেকে সরে আসা। সব মিলিয়ে প্রচণ্ড বিপদে পরে যায় বিল্লু।



সবকিছু বিল্লু আমাকে জানায়। এদিকে আমিও মনে মনে একটা আদর্শ লোক খুঁজছিলাম, আমার এক বিশেষ কাজ সম্পাদন করার জন্য, ব্যাস। চট করে ওকে এসিসটেন্ট বানিয়ে নিলাম।

সেই থেকেই দীর্ঘ ৪-৫ বছর আমার সাথেই।

কিন্তু, যে কাজের জন্য বিল্লুকে রেখেছি, তার কোনোই কুল-কিনারা হয়নি এ যাবত। তবুও, ছেলেটা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

আবার, ফোনটা বেজে উঠলো। নিশ্চয়ই বিল্লুর ফোন। হ্যাঁ, যা ভেবেছি। আসলে, বিল্লু আর অফিসের কলিগ ছাড়া তেমন কেউ ফোন দেওয়ার মত নেই। ফোনটা রিসিভ করতেই, "স্যার, কতদূর?" বিল্লু ওপাশ থেকে।

"এইতো ত্রিশাল পার হয়েছে"।

বিল্লু, "ওকে স্যার, আমি বাস স্ট্যান্ডেই আছি"।

চোখ দুটো লেগে আসছে। হঠাৎ, বাসের কন্টাক্টর এসে ধাক্কা মেরে বললেন,

"ওই মিয়াঁ, বাস থেকে নামবেন না! যত্তসব, বাসের মধ্যে ঘুমায় হুশ থাকে নাহ।"

বাস থেকে নামতেই বিল্লু এসে হাজির। বিল্লু "স্যার, আসেন সামনেই অটো ঠিক করে রাখছি"।

ওকে, চল।

"কোথায় উঠেছিস তুই বিল্লু?"

"স্যার, চরম একটা হোটেলে উঠছি। এই মনেকরেন, এক টিকেটে দুই ছবি"।

কিছুই বুঝলাম নাহ বিল্লুর কথা। বিল্লু অটোতে উঠে বললো, "মামা, গাঙ্গিনাপাড়, নাজমা বোডিং"

অটোচালক বিল্লুর কথা শুনে মুচকি মুচকি হাসি দিল। তবে, আমি এ হাসির রহস্য ১৫ মিনিট পরেই বুঝতে পারলাম।

যখন দেখলাম "নাজমা বোডিং" এর অপর পাশে বড় সাইনবোর্ড এ লেখা,

"নিরাপদ যৌন জীবনের জন্য,

কনডম ব্যবহার করুন"।

রাগে পায়ের রক্ত মাথায় উঠে গেল। কিন্তু খানিক পরেই একটু ভেবে দেখলাম, বিল্লুর কাছ থেকে, এর চেয়ে ভাল কিছু আশা করা যায় নাহ"।

যাইহোক, বিল্লুর পিছু পিছু হোটেলে প্রবেশ করলাম। প্রবেশ করতেই, বিল্লু ম্যানেজারের কাছে গিয়ে আমার নাম এন্ট্রি করে নিলো।

বিল্লু, "স্যার, আসেন আমাদের রুম তিন তলায়, আর, যত আকাম কুকাম হয় তা দোতলায়। চিন্তার কোনো কারণ নাই"।

"আচ্ছা, তুই কি আর হোটেল পেলিনা?"

বিল্লু, "স্যার, এইডা কম খরচে পাইয়া গেলাম, মাত্র ১০০ টাকা ভাড়া। পকেটে টাকাও ছিল না। আর স্যার, মাত্র এক রাইতের-ই-ত ব্যাপার"।

ঘড়ির কাটায় দুপুর ০৩.১৩।

শরীরটা খুব-ই ক্লান্ত। রুমে ঢুকেই আমি গোসল সেরে নিলাম। ওদিকে, বিল্লু রুমে ঢুকেই শুয়ে পরেছে। গোসল করার কথা ওকে বলে লাভ নেই। কবে শেষ গোসল করেছে একমাত্র খোদায় জানে। মনে অনেক প্রশ্ন জমে আছে। কিন্তু, সবার আগে খেতে হবে।

"বিল্লু, খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্থা?"

"স্যার, রুমে খাইবেন নাকি বাইরে?"

"না-রে, বাইরে আর যেতে ইচ্ছা করছে না, তুই রুমেই নিয়ে আয়"।

বলার সাথে সাথে-ই বিল্লু লাফ দিয়ে খাবার আনতে চলে গেলো।

মাথায় হাজার খানেক প্রশ্ন ঘুরপাক করছে। হঠাৎ বিল্লুএখানে নিয়ে আসলো কেন? তবে কি, সঠিক লোকের খোঁজ পেয়ে গিয়েছে?

এসব হাবিজাবি কথা চিন্তা করতে করতেই বিল্লু এসে হাজির খাবার নিয়ে। এবার, বিল্লু একা নয়, সাথে একটা ১৪-১৫ বছরের বাচ্চা।

বাচ্চাটির হাতে প্লেট-পানির বোতল। বিল্লু বাচ্চাটিকে ২০টাকার একটা নোট ধরিয়ে দিল।

"বিল্লু ভাই, কোনো কিছু লাগলে বইলেন" কথাটা বলে-ই হাসি মুখে বাচ্চা ছেলেটি চলে গেলো।

বিল্লু, খাবারের প্যাকেট খুলে সবকিছু সাজিয়ে নিলো।

আমি বিল্লুকে বললাম, "কি এনেছিস?"

"স্যার, শুঁটকি আর গরুর মাংসের ভুনা"

প্রতি উত্তর না দিয়েই খেতে বসে গেলাম। যে পরিমাণ ক্ষুধা লাগছে, তাতে এতো ভাবাভাবির টাইম নাই। খেতে খেতে বিল্লুকে জিজ্ঞাস করলাম, "বিল্লু, এবার খুলে বল সব কাহিনী!"

"স্যার, আগে খাওয়া শেষ করেন, তারপর সব বলছি।"



কিছুক্ষণের মধ্যেই খাওয়া শেষ হয়ে গেলো। মাথাটা বালিশে লাগাতেই চোখ দুটো লেগে আসছিল। বিল্লু-ও আমার পাশে শুয়ে পরেছে।

ঘড়ির কাটায় এখন ০৪.১৩। হঠাৎ বিল্লুর ফোন বেজে উঠলো।

"হ্যাঁ, মনু মিয়া বলো?"

ওপাশ থেকে কি কথা হচ্ছে তা বোঝা গেলো নাহ।

"বিল্লু বললো, শোন মনু মিয়া টাকা পয়সা লইয়া চিন্তা কইরো নাহ। কাজটা যেনো ঠিকমত হয়। আর, কাল আমরা ১২টার মধ্যে চলে আসবো"।

এই কথা বলে, বিল্লুফোন কেটে দিলো।

"বিল্লু, মনু মিয়া কে?"

"স্যার, মনু মিয়া হইল এখানকার সবচেয়ে নামকরা এক মহিলা তান্ত্রিক এর স্বামী। তার বউয়ের নাকি সরাসরি শয়তানের সাথে যোগাযোগ এবং জ্বীনদের শহরে যাতায়াত আছে"।

"জাস্ট গ্রেট বিল্লু"

তাহলে কি এবার সত্যিই আমার ইচ্ছা পূরণ হতে যাচ্ছে!

"পূরণ হইব কি হইব না তা কাল সকালেই দ্যাহন যাইব। স্যার, এখন ঘুম দেন রাইতে কথা হইবো"- এই কথা বলে বিল্লু চোখ বন্ধ করে ফেললো।

আমার মাথা কিছুতেই শীতল হচ্ছে না। শুধু মনে হচ্ছে সকাল কখন হবে।

এসব ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে গেলাম।

হঠাৎ আযানের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেলো। প্রথমে মনে করেছি মাগরিবের আযান। কিন্তু, ঘড়ির টাইম দেখে কিছুটা অবাক হয়ে গেলাম। কারণ এশার আযান দিচ্ছে। বিল্লু এখনো মরার মত ঘুমাচ্ছে। বিল্লু-কে ধাক্কা দিয়ে ঘুম থেকে তুললাম।

"বিল্লু, চল বাইরে থেকে চা খেয়ে আসি"।

কিছুক্ষণের মধ্যে বিল্লু আর আমি রেডি হয়ে নিচে গেলাম। ময়মনসিংহ শহরটা বেশ জমজমাট। এখানে আগে আসা হয়নি। এই জেলার নাম শুনলেই কেমন যেন ক্ষ্যাত ক্ষ্যাত লাগতো। কিন্তু এখানকার বাস্তব চিত্র পুরোপুরি উল্টো।

বিল্লু আর আমি একটা চায়ের দোকানে গিয়ে বসলাম। বিল্লু একটা সিগারেট ধরালো। সিগারেট দু'টান মেরেই, বিল্লুর জ্ঞান দেওয়া শুরু।

"স্যার, আফনে ক্যামনে ক্রাইম রিপোর্টার হইলেন?"

"কেন, সমস্যা কি!"

"না, মানে স্যার, আফনে ক্রাইম রিপোর্টার কিন্তু সিগারেট খান নাহ, জিনিসটা আসলে যায় নাহ"।

"এসব ফালতু কথা রেখে এবার বল, এই, ওঝা বা তান্ত্রিক দিয়া কাজ হবে-ত? "

বিল্লু কিছুটা উত্তেজিত হয়ে বললো,

"স্যার, আমি এবার ৯০% শিউর কাজ হবে"

আর, ১০% গেলো কই?"

"ইয়ে মানে স্যার, এই ১০% আমার ব্যক্তিগত চিন্তা। কারণ, জ্বীন-শয়তান এসব বাল-ছাল বলে কিছু নাই"

"ও, আচ্ছা তাই। তুই কীভাবে জানলি যে এসব নাই?"

দাঁত ৩২ পাটি বের করে বিল্লু উত্তর দিলো, "ঠিক, আপনি যেভাবে জেনেছেন যে জ্বীন কিংবা শয়তান আছে"।

চায়ের শেষ চুমুকটা দিয়ে বিল্লুকে বললাম,

"ওকে, এখন এসব আলোচনা বাদ দে। চল সাইডের দোকান থেকে দু'জন বিরিয়ানি খেয়ে নেই। এরপর রাতে রুমে গিয়ে এসব নিয়ে আলোচনা হবে"।

বিল্লু, "চলেন তাইলে যাওয়া যাক। শুনছি ভূতেদের নাকি এসব খাবার পছন্দ। হা! হা! হা!"

সবকিছু নিয়ে হাসতে নেই। আজযেটা হাস্যকর, হয়তো কাল সেটা চিন্তার বিষয় হতে পারে।

বিরিয়ানির দোকানে ঢুকে গেলাম। খাওয়া দাওয়া শেষ করলাম। তারপর, দু'জন পান চিবাইতে চিবাইতে হোটেলের দিকে রওনা দিলাম। পান খাওয়ার কোনো ইচ্ছাই ছিল না আমার। বিল্লুজোর করে মুখে ঢুকিয়ে দিয়েছে। পুরো মুখটাই নষ্ট হয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পরে, রুমে চলে এলাম দু'জন। ফ্রেশ হয়ে দু'জন শুয়ে পরলাম।



# অধ্যায়-৪

"বিল্লু"

"জ্বী, স্যার বলেন?"

"কয়টা বাজে দেখ-ত?"

"স্যার, ১১.৩০"

আচ্ছা বিল্লু, জ্বীন-শয়তান এগুলো কি সত্যি-ই নাই?

"কোনো ভাবেই পসিবল নাহ স্যার"

তাহলে, এই যে মানুষকে ভূতে ধরে, আর "ওইজা বোর্ড (Oija Board)" এর ব্যাপারটা-বা কী? আমি অনেক-কে দেখেছি আত্মা হাজির করেছে এভাবে।

"আমার বাল হাজির করছে। এই "ওইজা বোর্ড"- বাল ছালরে বিজ্ঞানের ভাষায়,

ইডিওমোটর এফেক্ট (Ideomotor Effect)-বলে"

ব্যাপারটা একটু খুলে বল বিল্লু।

"ওকে, স্যার তার আগে একটা বিড়ি ধরাই লই। ধোয়া মগজে নাহ গেলে আমার মাথা খুলে নাহ।"

এই বলে, বিল্লু সিগারেট ধরিয়ে টান মারতে মারতে বলতে শুরু করলো।

"স্যার, তবে শুনেন নাই এই "ওইজা বোর্ড"-এর ভাওতাবাজী!"

এই "ওইজাবোর্ড"মৃত আত্মাদের হাজির করার সবচেয়ে সহজ প্রসেস, এই পদ্ধতি অনেক পুরাতন হলেও, ১৮৪০ কিংবা ১৮৫০ সালের দিকে ইহা খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এটার পদ্ধতি অনেক সোজা। বোর্ডে ইংরেজী বর্ণমালার অক্ষর, নাম্বার এবং "হ্যা-না" উত্তর বিশিষ্ট কিছু শব্দ থাকবে। এবার কিছু লোক একটা কাঠের বস্তু হাতে রাখবে যাকে "প্লানচেট" বলা হয় এবং অশরীরীদের ডাকতে থাকবে। তারপর, আত্মা চলে আসলে তাকে জীবিত মানুষরা কিছু প্রশ্ন করবে। সেই প্রেতাত্মা তখন জবাব দিবে ঐ প্লানচেট নামক বস্তুটিকে এক অক্ষর থেকে অন্য অক্ষরে সরিয়ে নিয়ে বানান করে করে।

"হ্যাঁ, বুঝলাম এগুলা-ত জানা কথা, তোর পয়েন্টটা কোথায়?"

"স্যার, খেলা-ত এখনো শেষ হয় নাই, মাত্র ইনট্রোডাকশন হচ্ছে"।

এই বলে, বিল্লু আবার বলতে শুরুকরলো,

"আচ্ছা স্যার, এবার আসি আরেকটা পদ্ধতি যেটার নাম "Table tilting" বা টেবিল ঝাঁকুনি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে কয়েকজন টেবিলের উপর দু'হাত স্থাপন করবে। তারপর গভীর ধ্যানের মাধ্যমে একজন মৃত ব্যক্তির আত্মাকে আসতে আমন্ত্রণ করবে। সেই মৃত আত্মাটেবিলের নীচে এক ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে আসবে। কখনো কখনো আত্মার জোর বেশি হয়ে গেলে টেবিল খানিকটা মেঝে হতে শূন্যে উঠে যাবে। কি! স্যার, এসব গল্প-ই তো আপনি শুনেছেন কিংবা দেখেছেন।

"হু, এগুলা-ত সব সত্যি, আমি নিজ চোখে দেখেছি"।

বিল্লু, "বালের মাথা আফনে সাংবাদিক হলেন ক্যামনে। মাঝে মাঝে মনে হয় আপনার মাথায় মগজের পরিবর্তে 'অন্ডকোষ'"

যাইহোক, এই উত্তর পেতে আপনাকে যেতে হবে 'মাইকেল ফ্যারাডের' কাছে।

যিনি এসব ঘোড়ার ডিম নিয়ে রিসার্চ করে ছিলেন। তিনি অতি বুদ্ধিমত্তার সাথে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখিয়েছেন টেবিলের এই নিয়ন্ত্রণহীন নড়াচড়া আসলে "ইডিওমোটর প্রভাব।" এটা হচ্ছে সেই অবস্থা যখন "অটো সাজেশন" ক্ষমতার প্রভাবে আমাদের অবচেতন মন বিভিন্ন আদেশ-নির্দেশ গ্রহণ করতে শুরুকরে এবং সেই সাজেশন অনুযায়ী অবচেতন মন শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নড়াচড়া করতে নির্দেশ দেয়। এই নড়াচড়া অবচেতন মনের নির্দেশে হয় বিধায় পুরোটা অনৈচ্ছিক।

প্লানচেট শুরুর আগেই লোকেরা ধরে নেয় টেবিল নড়াচড়া করবে। সেটা মনের অজান্তেই অটোসাজেশনের মাধ্যমে অবচেতন মনে পৌছে যায়। এই অবচেতন মনের সাজেশনের ফলে এরকম চার-পাঁচজনেরপেশীর নাড়াচাড়ার শিকার হয়, তখন সেই পাঁচজনের ১০টা হাতের অনৈচ্ছিক নড়ন-চড়নে টেবিল যে উইরা গিয়া চান্দে যায় নাহ এটাই অনেক।

"আচ্ছা, এটা নাহয় বুঝালাম। কিন্তু, ভূতে ভর করা ব্যক্তির বিষয়টা কি?" এগুলা-তো আমি নিজ চোখে দেখেছি। এমনকি তারা অনেক অজানা তথ্যও দিতে পারে।

বিল্লু, "ওকে, এই টার্মটিকে বলে "অটোম্যাটিজম" (Automatism)। এটা সম্পর্কে আপনি আগে শুনেছেন?"

"নাহ, একটু খুলে বল ব্যাপারটা।"

বিল্লু আবার বলতে শুরুকরলো।

"আত্মাদের সাথে যোগাযোগের এই উপায়টাকে বলে "চেনেলিং" এটা-ই হলো মানবসভ্যতার ইতিহাসের আত্মাদের সাথে যোগাযোগের সবচেয়ে পুরাতন পদ্ধতি। চেনেলিং ব্যাপারটা হইল একদম শান্ত মনে প্রথমে ধ্যানে বইতে হইবো, এরপর আত্মা ডাকতে হইব। কিছুক্ষণ পরে আত্মা, যে ধ্যান করতাছে তার ঘাড়ে আইয়া পরবো। তারপর, বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকব।

যেমনঃ J.Z. Knight নামক এক মিডিয়াম দাবি করেছিল সে নাকি "রামথা" নামক এক ৩৫,০০০ বছরের পুরনো আত্মার সাথে যোগাযোগ করছিল, এবং সেই আত্মা নাকি হারিয়ে যাওয়া নগরী "আটলান্টিস" এর বাসিন্দা ছিল।

"বুঝলাম, এগুলা-যে এসবলোকজন করতে পারে সেটা আমি নিজেদেখেছি। একবার আমার আরবি পড়ানো হুজুর তার পালিত জ্বীন ডেকেছিল এবং তার থেকে বিভিন্ন অজানা তথ্য আমাদের জানিয়েছিল"